নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৯.১৮ (অংশ-১)-৫০৩

তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪২৫ / ১৯ জুলাই ২০১৮

পরিপত্র-৮

বিষয়: রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি মালামাল পরীক্ষা ও সংরক্ষণ, প্রার্থীর মৃত্যুবরণ, ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ, ভোটকেন্দ্র থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে ডাকযোগে ভোটগণনার বিবরণী প্রেরণ, ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা ও পুনঃভোটগ্রহণ, ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার, অনিয়ম ও অবৈধ কার্যক্রম রোধ, কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ও সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন উপলক্ষে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

০২। **ভোটার সংখ্যা অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ব্যালট সরবরাহঃ** সংশ্লিষ্ট নির্বাচন উপলক্ষে ইতোমধ্যে ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা বিধি মোতাবেক গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে যে এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সে এলাকার ভোটার সংখ্যা অনুসারে ভোটকেন্দ্রে সম সংখ্যক ব্যালট পেপার (০৩ পদের জন্য) সরবরাহ করতে হবে।

০৩। **ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি মালামাল পরীক্ষা করা ও নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করাঃ** উল্লিখিত নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারসহ প্রয়োজনীয় মালামাল রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। পরীক্ষান্তে কোন মালামাল ঘাটতি থাকলে তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে। ব্যালট পেপার বা নির্বাচনি মালামাল ট্রেজারিতে অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যালট পেপারের বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোন ভাবেই ব্যালট পেপারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

০৪। **প্রার্থীর মৃত্যুবরণঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২০ এর উপবিধি (১) অনুসারে ভোটগ্রহণের পূর্বে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির দ্বারা বাতিল করে দিবেন। উক্ত বিধির উপবিধি (২) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানাবেন। উপবিধি (৩) অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে অবহিত হওয়ার অব্যবহিত পর কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার সংশ্লিষ্ট পদে নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ইতঃপূর্বে কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকলে এবং তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে থাকলে তাকে নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

০৫। **ভোটগ্রহণের স্থান, দিন ও সময় নির্ধারণঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৭ এ উল্লেখ রয়েছে যে, রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত সময়সূচি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই আগামী **৩০ জুলাই ২০১৮** তারিখ সকাল **০৮:০০ হতে বিকাল ০৪:০০টা** পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণের আদেশ প্রদান করেছেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ভোটকেন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে ভোটগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা গেজেটে প্রকাশ করা হবে। সুতরাং, রিটার্নিং অফিসার ভোটগ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে জনসাধারণকে অবগত করার জন্য **৩০ জুলাই ২০১৮** তারিখের মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন এবং এর একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

০৬। **প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে ভোটগণনার বিবরণী প্রেরণঃ** নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে ভোট গণনার বিবরণীর ০১ (এক) কপি প্রেরণ করবেন। এ জন্য প্রতি কেন্দ্রে ০১টি করে বিশেষ খাম সরবরাহ করা হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুদ্রিত খাম রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা হবে। ভোটগ্রহণের দিন পোস্ট অফিসসমূহ যাতে সারা রাত্রি খোলা রেখে বিশেষ খাম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পৌছানোর ব্যবস্থা করে তার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ডাক বিভাগকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

০৭। **ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণাঃ** প্রিজাইডিং অফিসার কী কী অবস্থায় ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারবেন তা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩৭ এ সন্নিবেশিত রয়েছে। যদি উক্ত বিধিতে উল্লিখিত কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কোন কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করেন তাহলে সংগে সংগে তিনি তা রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন। প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগ্রহণ বন্ধ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সংগে সংগে রিটার্নিং অফিসার উক্ত বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্ট্রানেট এর মাধ্যমে জানাবেন।

০৮। **বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনঃ** যে ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন নতুন করে উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রাধীন সকল ভোটার ভোট দিতে পারবেন এবং বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রে যে সমস্ত ভোট প্রদত্ত হয়েছে তা গণনা করা যাবে না।

০৯। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শনঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩০ অনুসারে যে সকল ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন অর্থাৎ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা সাদা কাগজে প্রণয়ন করবেন এবং উক্ত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসারগণকে প্রদান করবেন। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই ভোটকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথে ও ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্যস্থানে উক্ত তালিকা প্রদর্শনের জন্য আপনি প্রিজাইডিং অফিসারদের নির্দেশ দিবেন এবং ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ যেন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে নির্দেশ দিবেন। কোন অবস্থায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। প্রিজাইডিং অফিসারগণকে ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করতে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১০। **নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়ম ও অবৈধ কার্যক্রম রোধ করাঃ** নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রাক্কালে ভোটাধিকার প্রয়োগ/ভোটদানের অনিয়ম/ভোটগ্রহণকালে অনিয়ম/ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা, ভোটদানে অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং ভোটগ্রহণের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কার্যকলাপ হতে বিরত থাকা বিষয়ক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭০ হতে বিধি ৮৬ তে অপরাধ এবং দন্ড আরোপ সম্পর্কিত বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

১১। **কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করাঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৭ বিধির (১) উপবিধির বিধান সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ০৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপর সরকারি সিলমোহর ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা বিনষ্ট করেন ;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হতে কোন ব্যালট পেপার বের করে নিয়ে যান, অথবা কোন ব্যালট বাক্সের ভিতরে আইন অনুসারে ঢুকাতে পারবেন এরূপ ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ঢুকান;

(গ) ভোটকেন্দ্রের বাইরে কোন ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপার বহি নিজ দখলে রাখেন বা জনসাধারণকে তা প্রদর্শন করেন;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত-

(অ) কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন;

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এরূপ কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করেন; বা

(ঙ) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কৃত কোন সিলমোহর ভাঙ্গেন;

(ঙ) কোন ব্যালট পেপার বা মার্কিং সিল জাল করেন;

(চ) ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হবার পর অবিলম্বে অনুসরণীয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভ করতে, পরিচালনা করতে বা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন;

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন বা দখল করার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষভাবে সমর্থন প্রদান করেন;

(জ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য কোন বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং এরূপ কোন কাজ করেন যা সুশৃঙ্খলভাবে ভোটগ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে;

(ঝ) ভোটকেন্দ্র হতে কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টগণ বা পোলিং এজেন্টগণকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালিয়ে যেতে বাধ্য করেন;

(ঞ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী তা অসৎভাবে ব্যবহার করেন; বা

(ট) কেবল তার সমর্থক বা তার প্রার্থীর সমর্থকগণকে ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদান করা হতে বিরত রাখেন।

উল্লিখিত বিধি ৭৭ এর উপবিধি (২) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হতে (ট) তে বর্ণিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১২। **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতাঃ** বিধিমালার ৭৮ বিধি অনুসারে যদি কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং অফিসার, অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ০৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বা রক্ষায় সাহায্য করতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হবার পূর্বে সরকারি সিলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করেন; বা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া হয়েছে তদ্‌সম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

১৩। **সরকারি কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রার্থীগণের পক্ষাবলম্বন না করাঃ** বিধি ৭৯ অনুসারে কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ০৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে-

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোটদানে প্ররোচিত করেন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে ভোটদান হতে নিবৃত করেন;

(গ) কোন ব্যক্তির ভোটদানকে যে কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন, অথবা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অন্য কোন কাজ করেন।

১৪। **নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘনঃ** বিধি ৮০ অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, অথবা বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সরকারি দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তি অনধিক ০৬ মাস ও অনধিক ০১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১৫। **সরকারি কর্মচারীগণের পদমর্যাদা অপব্যবহারের শাস্তিঃ** বিধি ৮১ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে তার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ০৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১৬। **নির্বাচনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদনঃ** রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারগণ এবং নির্বাচনের সংগে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ আইন ও বিধি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনি কার্যাদি সম্পাদনে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেন এবং সকল প্রকার প্রভাব হতে মুক্ত ও নিরপেক্ষ থেকে নিষ্ঠার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করেন সে বিষয়ে সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। রিটার্নিং অফিসার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করে স্ব স্ব আওতাধীন প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/ পোলিং অফিসার ও নির্বাচনের সংগে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উক্তরূপে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপত্তার সাথে নির্বাচনি কার্যাদি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিবেন। একই সাথে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল এবং প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের জন্য প্রণীত নির্দেশিকাতে রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারদের যে ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৭। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
যুগ্ম সচিব (চলতি দায়িত্ব)
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
০১৭১৫০০০৭৪৯ (মোবাইল)
E-mail: forhadakecs2015@gmail.com

প্রাপক : ১) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
ও
রিটার্নিং অফিসার, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

২) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট
ও
রিটার্নিং অফিসার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

২) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল
ও
রিটার্নিং অফিসার, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৯.১৮ (অংশ-১)-৫০৩

তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪২৫
১৯ জুলাই ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/ র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১০. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল রেঞ্জ
১১. পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারির অনুরোধসহ]
১৬. জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল
১৭. পুলিশ সুপার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার,..........................(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার- এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ...., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ....(সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৭. উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,..........................(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা..........................(সংশ্লিষ্ট) থানা।

১৯.০৭.১৮

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
উপসচিব (চলতি দায়িত্ব)
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৫৫০০৭৫৫৮
০১৮১৭৬৭৫১৭৩ (মোবাইল)
E-mail: forhadhossain_ecs@yahoo.com